দৈনিক সংবাদ
46
তারিখ ... JUL 11 1999 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4 ...

বুয়েট উত্তপ্ত হচ্ছে

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ভাঙচুর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ যেসকল ছাত্রকে শাস্তি দিয়েছেন তাদের মধ্যে ৪ জন আজ রোববার কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছে। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি বাতিল এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবিতে ছাত্ররা নতুন করে আন্দোলনে যাচ্ছে।

ছাত্ররা আগামী ২০শে জুলাই হতে অনুষ্ঠেয় টার্ম ফাইনাল পরীক্ষাও বর্জন করবে।

গত শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে নতুন করে আন্দোলনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়। এসময় বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট এবং বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং আন্দোলন সফল করার জন্য গতকাল শনিবার হতেই বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন হলের সাধারণ ছাত্রদের সাথে আলোচনা করেছে। সাধারণ ছাত্রদের মতামত ও সমর্থন নেয়ার জন্য তারা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। মোট ৮টি হলের মধ্যে ৬টি হলে গতকাল শনিবার গণসংযোগ এবং মিছিল করা হয়। বাকি ২টি হলে আজ রোববার গণসংযোগ চালানো হবে। এছাড়া গত শুক্রবার

বুয়েট ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৪

বুয়েট ঃ উত্তপ্ত হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সভাশেষে বিভিন্ন হলে গভীর রাতে মিছিল করা হয়।

সভা সূত্রে জানা গেছে, তদন্ত কমিটি বাতিল এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবিতে তারা আগের মতোই অনড় অবস্থানে থাকবে। তাদের দাবি মানা না হলে ২০শে জুলাই হতে শুরু টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা বর্জন করা হবে এবং পরীক্ষা প্রতিরোধ করা হবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। অন্যথায় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এবং ছাত্ররা পরীক্ষায় অংশগ্রহণসহ কোন একাডেমিক কর্মকান্ডে অংশ নেবে না। এর আগে ভাঙচুর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটি, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং প্রদত্ত শাস্তির সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। যদি দাবি না মেনে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা কর্মসূচি অব্যাহত রাখে তাহলে পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়ার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হবে।

সভা সূত্র জানায়, শুধু বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করলেই হবে না। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা দেয়ার পর ছাত্রদেরকে 'পরীক্ষা প্রস্তুতি ছুটি' দিতে হবে। এক্ষেত্রে পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করতে হবে।

সভা সূত্র জানায়, বুয়েট বন্ধ ছিল বলে এতদিন কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি।

সভা সূত্র আরো জানায়, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির দেয়া যেকোন সিদ্ধান্ত তারা মেনে নিতে রাজি। কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত কমিটি তারা কোনমতেই মানবে না।